দৈনিক ইনকিলাব

089

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 3 APR 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

উচ্চ শিক্ষা ও ভর্তি সমস্যা

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। যে জাতি যত বেশী শিক্ষিত সে জাতি তত বেশী উন্নত। তাই সমাজ জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষা মানুষকে সচেতন করে। শিক্ষার যত প্রসার ঘটে, মানুষ ততই সজাগ হয়। কিন্তু আমাদের দেশে বর্তমানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা রীতিমত একটা প্রতিযোগিতার পর্যায়ে এসেছে। আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত এ দাবী নিশ্চয়ই করা যায় না। আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা এস, এস, সি ও এইচ, এস, সি পাস করে সাধারণত চার ধরনের পড়ালেখায় আগ্রহী হয়। এ গুলো হচ্ছে চিকিৎসা, কৃষি, প্রকৌশলী ও সাধারণ শিক্ষা। কিন্তু এই চার শ্রেণীর শিক্ষা গ্রহণও আজকাল প্রতিযোগিতামূলক। এই চার শ্রেণীর পড়ালেখার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে পরিমাণ আসন বিদ্যমান তা ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। প্রতিযোগিতায় যারা টিকে থাকতে পারে তারাই কেবল মাত্র উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়।

একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, এই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শতকরা ১১ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে পারবে। অর্থাৎ অবশিষ্ট বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীই আসনের অভাবে ভর্তি হতে পারবে না। আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়াশুনা। কিন্তু বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যে সন্ত্রাসী তৎপরতা চলছে তার জন্য অনেক অভিভাবকই তাদের সন্তানদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছুক নন। বিশ্ববিদ্যালয়ে একশ্রেণীর ছাত্রদের হাতে আজ কলমের বদলে অস্ত্র। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশকে কলুষিত করছে। তাছাড়া দ্রুত উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পথে আর একটি অন্তরায় হচ্ছে সেশন জট।

স্নাতক সম্মান পরীক্ষা তিন বছরের স্থলে পাঁচ বছরেও শেষ হয় না। যদি সেশন জট নিরসন করা যায় এবং নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা দিতে সক্ষম হবে এবং পরবর্তী সেশনের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণের পথ সুগম হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি আসন সংখ্যা বাড়াতে ও সেশন জট নিরসনে অতি দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হন তাহলে অনেক ছাত্র-ছাত্রীই উচ্চশিক্ষা লাভ করার সুযোগ পাবে। সম্প্রতি খুলনা ও সিলেটে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এগুলো অতিসত্বর চালু করা প্রয়োজন। তা না হলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভ হতে বঞ্চিত হবে। শিক্ষার বিস্তার ঘটলে জাতির চেতনা ও বিবেক জাগ্রত হবে। নিজেদের মর্যাদাকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই আমাদের শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। আশা করি দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ও সেশন জট নিরসন করে উচ্চশিক্ষার পথ উন্মুক্ত রাখা হবে। নইলে শিক্ষার পথ সংকোচিত হয়ে দেশের বেকার সমস্যাকে আরো জটিল করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

—মোঃ আনিসুর রহমান শাহেদ